দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
সোমবার ১৫ শ্রাবণ ১৪১৯
৩০ জুলাই ২০১২

অবাক-করা নতুন গ্রহ

জাহানারা খাতুন

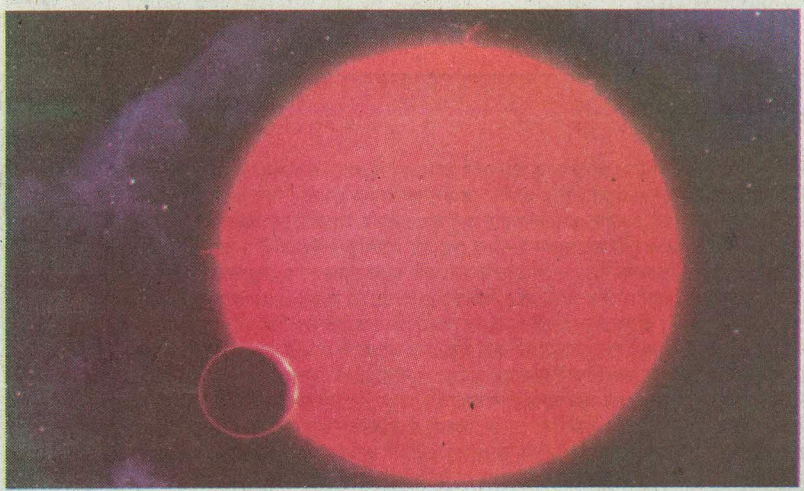

আমাদের এই প্রিয় বাসভূমি পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে ওপরের ছবির গ্রহটির অবস্থান। হ্যাঁ, 'মাত্র'-ই বললাম। কারণ অন্যান্য অনেক গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথের অবস্থান যেখানে পৃথিবী থেকে মিলিয়ন-মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে, সেখানে এই নতুন আবিষ্কৃত গ্রহটির দূরত্ব 'মাত্র' ৪০ আলোকবর্ষ—এ আর এমন কী! আর, বন্ধুরা! মনে আছেতো—আলো এক সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে; এই গতিতে আলো এক বছরে যত দূরত্ব অতিক্রম করে, সেই দূরত্বই এক আলোকবর্ষ। বাব্বাহ্! বোঝো তাহলে—'মাত্র' এই ৪০ আলোকবর্ষও কতদূরের পথ! তবুও বিস্ময়ভরা সীমানাহীন মহাকাশের হিসেবে তা সামান্যই এবং সে হিসেবে এটি আমাদের 'পড়শি'ই বলা যায়। তো, যাক্ সে কথা। বিজ্ঞানীরা এই নতুন গ্রহটি আবিষ্কার করেন ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এর নাম দেন জিজে ১২১৪বি। এটি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে প্রায় পৌনে তিনগুণ বড় এবং এর ওজন পৃথিবীর মোট ওজনের চেয়ে সাতগুণ বেশি। ১.২ মিলিয়ন মাইল বা ২ মিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে একটি লাল বামন-নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে গ্রহটি আবর্তন করছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছেন, সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যের। এই অতিকায় গ্রহটিতে পৃথিবীর মতো জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ নেই। এর ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৪৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ২৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভেবে দেখো— আমরা ৩৫/৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যেখানে গরমে অস্থির হয়ে পড়ি, সেখানে ২৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কত গরম! এই গ্রহে পাথরের চেয়ে পানির পরিমাণ বেশি; তবে এত গরমে সেই পানিও বাষ্পীভূত। একই কারণে সেই তাপদগ্ধ গ্রহে কোনো জীবজন্তু, গাছপালা জন্মাতে পারে না, বাঁচতেও পারে না। তাইতো গ্রহটির বুক জুড়ে শুধু গরম বাষ্পীয় আবহাওয়া—ধু ধু অঙ্গারের লকলকে হল্কা।

পৃথিবীর 'পড়শি' এই গ্রহটিকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের দুস্কুমার গবেষণা চলছে। কালের পরিক্রমায় এর তাপমাত্রা কি আস্তে আস্তে কমে আসবে এবং কোনোদিন কি এটি জীবনধারণের উপযোগী হবে? এ প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান এখনো দিতে পারছে না। তবে ওখানকার পরিবেশ যদি কোনোকালে পৃথিবীর মতো হয়ে যায় তাহলে ভারি মজা হবে, তাই না? তাহলে মানুষ মহাকাশযানে চড়ে সেখানে যেতে পারবে, বসত গড়ে তুলতে পারবে!